

কুইজ

০১. র‍্যাডক্লিফ রেখা কী? - ১৯৪৭ সালে নবগঠিত ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণকারী রেখা।

[র‍্যাডক্লিফ লাইন বা র‍্যাডক্লিফ রেখা হল ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশ ও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে বিভাজন করে নবগঠিত ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণকারী রেখা। এটি এই রেখার পরিকল্পনাকারী স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ এর নামে নামাঙ্কিত। তিনি প্রায় ৮.৮ কোটি মানুষের বসতি ও সর্বমোট ১,৭৫,০০০ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত বাংলা ও পাঞ্জাব উভয় প্রদেশের জনবিন্যাসগত সূচ্যু বিভাজন পরিকল্পনার যুগ্মসভাপতি হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭ই আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত বিভাজন সংক্রান্ত সীমানা নির্ধারণ রেখার অন্তিম পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে এই রেখাটির পশ্চিমভাগ ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত ও পূর্বভাগ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত নামে পরিচিত।]

০২. শহীদ আসাদ দিবস কবে? - ২০ জানুয়ারি।

০৩. বাংলাদেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী কে? - ড. শামসুজ্জোহা

০৪. জাতীয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস কবে? - ২৬শে মার্চ

০৫. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক? রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৬. কে প্রথম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন?

- তৎকালীন ছাত্রনেতা ডাকসু ভিপি আ স ম আব্দুর রব

০৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার কত তারিখে গঠন করা হয়? - ১০ এপ্রিল ১৯৭১

০৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে কে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন?

- অধ্যাপক ইউসুফ আলী

০৯. মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?

- মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

১০. স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ কে ছিলেন? - লে. কর্নেল (অব.) আব্দুর রব

১১. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রথম স্থাপন করা হয়- কালুরঘাট, চট্টগ্রাম

১২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একজন ইতালির নাগরিক মৃত্যুবরণ করেন, তার নাম- ফাদার মারিও ভেরেনজি।

১৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ-কমান্ড গঠিত হয় কোন সেক্টর নিয়ে? - ১০ নং সেক্টর

১৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? - জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী

১৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কোন সেক্টরের অধীনে ছিল? - দুই নম্বর সেক্টর

[১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর ২ নং সেক্টরের এবং ঢাকা জেলা ৩নং সেক্টরের অধীনে ছিল। ২নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর এ টি এম হায়দার।]

১৬. মুক্তিযুদ্ধের কোন সেক্টরটি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী? - ১০ নং

[বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত করতে এবং যুদ্ধ সূষ্ঠাভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৭১ সালের ১১ জুলাই সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। তন্মধ্যে ১০ নং সেক্টর নৌ-কমান্ড নিয়ে গঠিত হয়। এ সেক্টরের কোনো নিয়মিত কমান্ডার ছিলেন না। এ সেক্টর গঠনের উদ্যোগ ছিলেন ফ্রান্সে প্রশিক্ষণরত তৎকালীন পাকিস্তান নৌবাহিনীর আট জন বাঙালি কর্মকর্তা।]

১৭. মুক্তিযুদ্ধের মোট সাব সেক্টর কতটি ছিল? - ৬৪ টি।

১৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মোট কয়টি ফোর্স ছিল? - ৩টি।

[সম্মুখ সমরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য তিনটি নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করা হয়।
যথা : জেড ফোর্স, কে ফোর্স ও এস ফোর্স।]

১৯. মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকার গেরিলা বাহিনীর নাম কী ছিল? - ক্র্যাক প্লাটুন।

২০. অপারেশন জ্যাকপট কি? - বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌ কমান্ডোদের অভিযান।

২১. মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সমস্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন-ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট।

২২. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘে কোন দেশ বাংলাদেশের পক্ষে 'ভেটো' প্রদান করেছিল?

-সোভিয়েত ইউনিয়ন।

২৩. স্বাধীন বাংলাদেশকে কখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতিদান করে? - ৪ এপ্রিল ১৯৭২।

২৪. শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কবে? - ২১শে ফেব্রুয়ারি

২৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের বিরোধিতা করেছিল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোন

দুটি স্থায়ী রাষ্ট্র? - চীন ও যুক্তরাষ্ট্র

২৬. মুক্তিযুদ্ধকালীন কোন তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়? - ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

২৭. মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কে?

- গুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।

২৮. মুক্তিযুদ্ধের আত্মসমর্পণের দলিল কোথায় স্বাক্ষরিত হয়? - সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

২৯. ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর বাংলা কত সন? - ১৩৭৮ সন।

৩০. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি? - পূর্ব জার্মানি

৩১. কোন আরব দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে? - ইরাক

[প্রথম আরব দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ইরাক (৮ জুলাই ১৯৭২)। প্রথম মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় সেনেগাল (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২)। প্রথম স্বীকৃতিদানকারী দেশ ভুটান (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)।]

৩২. বাংলাদেশকে চীন কোন সালে স্বীকৃতি দেয়? - ১৯৭৫।

৩৩. বিজয় দিবস কবে? — ১৬ই ডিসেম্বর

৩৪. বাংলাদেশে মর্যাদা অনুসারে ৩য় বীরত্বসূচক খেতাব - বীরবিক্রম

৩৫. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীর প্রতীক' উপাধি লাভ করে কতজন? - ৪২৬ জন

৩৬. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরের কবর কোন জেলায়? চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

৩৭. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের পদবি কি ছিল- সিপাহী।

৩৮. বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর কোন বাহিনীর সদস্য ছিলেন? সেনাবাহিনী।

৩৯. মুক্তিযুদ্ধে সর্বশেষ শহীদ হন কোন বীরশ্রেষ্ঠ? ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর

৪০. বাংলাদেশের কোন নারী-মুক্তিযোদ্ধা 'মুক্তিবেটি' নামে পরিচিত- কাঁকন বিবি

৪১. বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ-এর পদবি কি ছিল? - ল্যান্স নায়েক

৪২. দেশের একমাত্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বীর বিক্রমের নাম কি? - ইউ কে চিং

৪৩. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর এর নামে সড়ক আছে- রাজশাহীতে

৪৪. September on the Jessore Road' is written by -Allen Ginsberg

[মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত কবিতা— 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' রচনা করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ। তিনি

১৪-১৬ নভেম্বর ১৯৭১ কবিতাটি রচনা করেন। এ কবিতায় লাইন সংখ্যা ১৫২টি।]

৪৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর লিখিত ও প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস কোনটি? — জাহান্নাম হইতে বিদায়

৪৬. বাংলাদেশ কথা কয় বইটির লেখক কে? - আব্দুল গাফফার চৌধুরী।

৪৭. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস রাইফেল রোটি আওরাত কার রচনা? - আনোয়ার পাশা

৪৮. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম চলচ্চিত্র কোনটি? — ওরা ১১ জন

৪৯. তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা কার রচনা? - শামসুর রাহমান

৫০. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা কাব্য গ্রন্থ কোনটি? - বন্দী শিবির থেকে

৫১. হাসান আজিজুল হক রচিত মুক্তিযুদ্ধের গল্প কোনটি? — ঘরগেরস্থি

৫২. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'স্টপ জেনোসাইড'-এর পরিচালক কে? — জহির রায়হান।

৫৩. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'ওরা এগারজন'-এর পরিচালক কে? - চাষী নজরুল ইসলাম

৫৪. একাত্তরের যীশু- এর নির্মাতা কে? — নাসির উদ্দিন ইউসুফ

৫৫. Bangladesh: A Legacy of Blood বইটির লেখক

—Anthony Mascarenhas

৫৬. বাংলাদেশের জাতীয়পতাকার ডিজাইনার কে? - কামরুল হাসান।

৫৭. বাংলাদেশের রণসংগীতের রচয়িতা কে? - কাজী নজরুল ইসলাম।

৫৮. বাংলাদেশের মানচিত্র প্রথম অংকন করেন কে? জেমস রেনেল।

৫৯. বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকে নিচের যেগুলো রয়েছে—ধান, পাট, তারা, শাপলা।

ভাষা শহীদ

বাহানোর ভাষা আন্দোলনে কতজন শহীদ হয়েছিলেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। কেননা, ছাত্রবিক্ষোভের পর পুলিশের গুলিতে নিহত অনেকের লাশ ওই রাতেই পুলিশ এবং সেনাবাহিনী মর্গ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং গুম করে ফেলে। ভাষাশহীদদের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা-

১. রফিকউদ্দিন আহমেদ [১৯২৬-১৯৫২]
২. আবুল বরকত [১৯২৭-১৯৫২]
৩. শফিউর রহমান [১৯১৮-১৯৫২]
৪. আব্দুল জব্বার [১৯২২-১৯৫২]
৫. আব্দুস সালাম [১৯২৫-১৯৫২]
৬. অহিউল্লাহ [১৯৪৪-১৯৫২]



রফিকউদ্দিন আহমেদ

বিয়ের কথাবার্তা চলছিল তাঁরা। পড়তেন মানিকগঞ্জের দেবেদ্র কলেজে। আইকম দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন তিনি। একসময় পড়াশোনা শেষ না করেই তিনি ঢাকায় চলে আসেন। বাবার প্রেসে কাজ করতেন তিনি। আসল বাড়ি মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার পারিল গ্রামে। মরহুম আবদুল লতিফ আর রফিজা খানমের বড় ছেলে তিনি। রফিকুদ্দিন রমনা এলাকায় বিষ্ণুদেব ছাত্রদের সঙ্গে ছিলেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্রজনতার মিছিলের একজন ছিলেন তিনি। বিকেলের দিকে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে একটি গুলি এসে রফিকুদ্দিনের মাথায় লাগে। মাথার মগজ বেরিয়ে যায়। গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা যান।

ভাষাশহীদ রফিকের লাশ গোপনে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়। এত দিন পর আর জানার উপায় নেই, ঠিক কোন জায়গায় রফিককে সমাহিত করা হয়েছিল, কারণ সেই কবরটি সংরক্ষিত ছিল না। ফলে পরে আরও অনেকের কবরই সেখানে দেওয়া হয়।

	<p>আবুল বরকত</p> <p>পশ্চিমবঙ্গ মুর্শিদাবাদ জেলার বাবলা গ্রামে ১৯২৭ সালের ১৬ জুন। পিতা শামসুজ্জোহা। গ্রামের স্কুলেই পড়াশুনা শুরু। তালিবপুর হাইস্কুল থেকে ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হন বহরমপুর কৃষকনাথ কলেজে। এখান থেকে ১৯৪৭ সালে এইচএসসি পাশ করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। বাহান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারির রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে পুলিশ যখন গুলি চালায় তখন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তৎকালীন মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ১২ নং শেডের নিচে।</p>
	<p>শফিউর রহমান</p> <p>পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কোন্নগর গ্রামে ১৯১৮ সালের ১৪ জানুয়ারি তার জন্ম। কলকাতার সরকারি কমার্শিয়াল কলেজ থেকে আই.কম পাশ করেন। সাতচল্লিশের পর সপরিবারে পূর্ববঙ্গে আসেন এবং ঢাকা হাইকোর্টে চাকুরি শুরু করেন। শফিউর রহমান গুলিবিদ্ধ হন ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। সেদিন সকালে তিনি সাইকেলে করে নবাবপুর রোড দিয়ে তাঁর অফিসে যাচ্ছিলেন। সে সময় পুলিশের একটি গুলি এসে তাঁর শরীরে লাগে। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে তিনি মারা যান। চিকিৎসকেরা শফিউর রহমানের দেহে অস্ত্রোপচার করছিলেন, তখন হাসপাতালে তাঁর বৃদ্ধা মা, বাবা, স্ত্রী ও মেয়ে শাহনাজ উপস্থিত ছিলেন। শফিউরের মৃত্যু হলেও তাঁর লাশ স্বজনদের কাছে দেওয়া হয়নি। আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। কবরটি এখনো আছে।</p>
	<p>আব্দুল জব্বার</p> <p>১৯৫২ সালে তিনি ঢাকায় আসেন। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী আর শাশুড়ি। ক্যানসার-আক্রান্ত শাশুড়িকে ভর্তি করিয়েছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। তখন চলছে ভাষা আন্দোলন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মেডিকেল প্রাঙ্গণে যে বিশাল জনসমাবেশ হয়েছিল, সেখানেই ছিলেন জব্বার। অন্য অনেকের মতোই যোগ দেন সেই অসাধারণ ইতিহাসের অংশ হিসেবে। ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ গুলি চালালে জব্বার গুলিবিদ্ধ হন। ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি অবস্থায় সে রাতেই তিনি মারা যান।</p>
	<p>আব্দুস সালাম</p> <p>ফেনী জেলার লক্ষণপুর গ্রামে আব্দুস সালামের জন্ম। ভাষা আন্দোলন চলাকালে তিনি ছিলেন ঢাকা সচিবালয়ের একজন পিয়ন। ২১ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজের সামনে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে মাসাধিককাল ভোগান্তির পর মারা যান ৭ এপ্রিল।</p>
	<p>অহিউল্লাহ</p> <p>রাজমিন্ত্রি হাবিবুর রহমানের নাবালক ছেলে অহিউল্লাহ। বয়স আট বা নয়। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ত সে। ২১ ফেব্রুয়ারির ভয়াবহ ঘটনার পর ২২ ফেব্রুয়ারি সারা ঢাকার রাস্তা ছিল মানুষের দখলে। অহিউল্লাহ শহীদ হয় নবাবপুর রোডে। খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল শিশুটি। এ সময় গুলি এসে তার মাথায় লাগে। উড়ে যায় মাথার খুলি। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে অহিউল্লাহর লাশ গুম করে ফেলে। তাকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে, তা কেউ জানে না।</p>

১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান

৬ দফা দাবি এবং আগরতলা মামলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে জণগণ সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান।

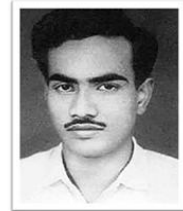
পূর্ব বাংলার মানুষ সরকারের বিরোধিতা।

সরকারি কর্মকর্তা ও আমলাদের পদত্যাগ।

ফলে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে পূর্ব বাংলা পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই বিরোধিতা গণ আন্দোলনে রূপ নেয়।

এ আন্দোলনে **আসাদুজ্জামান আসাদ** এবং **ডক্টর শামসুজ্জোহা** শহীদ হন। এতে আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়। সকল শ্রেণিপেশার মানুষ মাঠে নেমে আসে।



৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ এর নাম ও তাদের পদবী

নাম: মোস্তফা কামাল

জন্ম : ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল।

জন্মস্থান : ভোলা জেলার দৌলতখান থানার পশ্চিম হাজিপুর গ্রামে।

পিতা : হাবিবুর রহমান মণ্ডল।

মা : মোসাম্মৎ মালেকা বেগম।

কর্মস্থল : সেনাবাহিনী।

যোগদান : ১৯৬৮ সাল।

পদবী : সিপাহী।

মুক্তিযুদ্ধে অংশরত সেক্টর : ৮ নং সেক্টর।

মৃত্যু : ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ সাল।

সমাধিস্থল : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার দরুইন গ্রামে।



নাম : মুন্সি আব্দুর রউফ

জন্ম : ১ মে, ১৯৪৯ ইং।

জন্মস্থান : ফরিদপুর জেলার মধুখালী থানার সালামতপুর গ্রামে।

পিতা : মুন্সি মেহেদী হোসেন।

মা : মোছাঃ মুকিদুন্নেছা।

কর্মস্থল : ই পি আর (ইন্সট পাকিস্তান রাইফেলস)।

যোগদান : ৮ মে ১৯৬৩ সাল।

পদবী : ল্যান্স নায়েক।

মুক্তিযুদ্ধে অংশরত সেক্টর : ১ নং সেক্টর।

মৃত্যু : ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ সাল।

সমাধিস্থল : রাঙামাটি শহরের রিজার্ভ বাজারে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাশে।



নাম: মতিউর রহমান

জন্ম: ১৯৪১ সালের ২৯ অক্টোবর, ঢাকা শহরের আগা সাদেক রোডের ১০৯ নম্বর বাড়ি।

মা: সৈয়দা মোবারকুন্নেসা।

বাবা: মৌলবি আব্দুস সামাদ।

কর্মস্থল: বিমান বাহিনী।

পদবী: ফ্লাইট লেফট্যানেন্ট।

মৃত্যু: ১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট শুক্রবার।

সমাধিস্থল: মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান।



নাম: নূর মোহাম্মদ শেখ

জন্ম : ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ সাল।

জন্মস্থান : নড়াইল জেলার মহেশখোলা গ্রামে।

পিতা : মোঃ আমানত শেখ।

মা : মোছাঃ জেন্নাতুন্নেসা।

স্ত্রী : তোতাল বিবি।

কর্মস্থল : ইপিআর।

যোগদান : ১৯৫৯ সাল।

পদবী : ল্যান্স নায়েক।



মুক্তিযুদ্ধে অংশরত সেক্টর : ৮ নং সেক্টর।

মৃত্যু : ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সাল।

সমাধিস্থল : যশোরের কাশিপুর নামক স্থানে।

নাম: মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

জন্ম : ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩

জন্মস্থান : তদানিস্তান যশোর জেলার (বর্তমানে বিনাইদহ জেলা) মহেশপুর উপজেলার খোরদা খালিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা : আব্দুস আলী।

মা : কায়দাছুন্নেসা।

কর্মস্থল : সেনাবাহিনী।

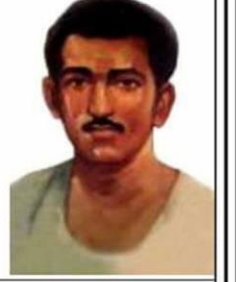
যোগদান : ১৯৭০ সাল।

পদবী : সিপাহী।

মুক্তিযুদ্ধে অংশরত সেক্টর : ৪নং সেক্টর।

মৃত্যু : ২৮ অক্টোবর, ১৯৭১ সাল।

সমাধিস্থল : মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থান।



নাম: রুহুল আমিন

জন্ম : জুন, ১৯৩৪ সাল।

জন্মস্থান : নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার বর্তমানে সোনাইমুড়ী উপজেলার বাগপাদুরা গ্রামে।

পিতা : মোঃ আজহার পাটোয়ারী।

মা : মোছাঃ জুলেখা খাতুন।

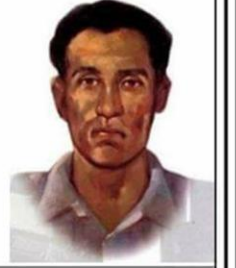
কর্মস্থল : নৌবাহিনী।

পদবী : স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার।

মুক্তিযুদ্ধে অংশরত সেক্টর : ১০নং সেক্টর।

মৃত্যু : ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল।

সমাধিস্থল : রূপসা ফেরিঘাটের লুকপুরে।



নাম: মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

জন্ম : ৭ই মার্চ, ১৯৪৯ ইং।

জন্মস্থান : বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ থানার রহিমগঞ্জ গ্রামে।

পিতা : আব্দুল মোতালেব হাওলাদার।

মা : মোসাম্মৎ সাফিয়া বেগম।

কর্মস্থল : সেনাবাহিনী।

যোগদান : ১৯৬৭ সাল।

পদবী : ক্যাপ্টেন।

মুক্তিযুদ্ধে অংশরত সেক্টর : ৭নং সেক্টর।

মৃত্যু : ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল, বারঘরিয়া, রাজশাহী।

সমাধিস্থল : চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণ।

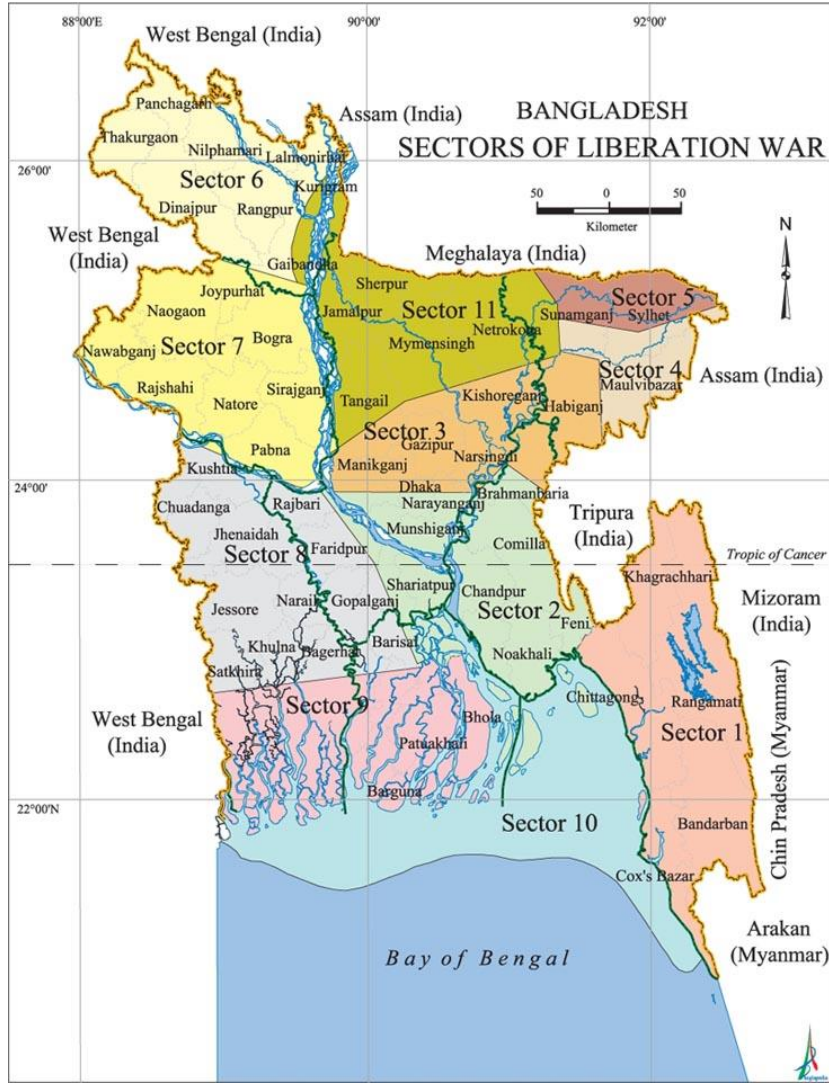


বীরশ্রেষ্ঠ ৭ জন

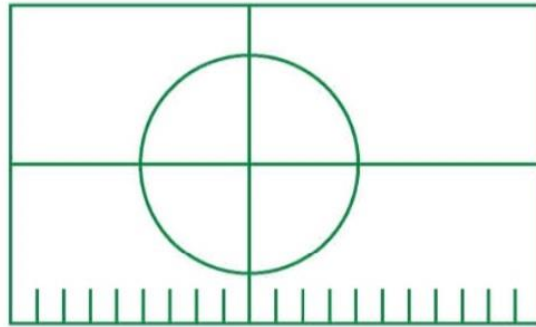
বীর উত্তম ৬৮ জন

বীরবিক্রম ১৭৫ জন

বীর প্রতীক ৪২৬ জন



পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি



দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।